<u>বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী ও উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ</u> (২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

<u>২০০৯</u>

১। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে ইউনেস্কোর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়।

২। বিএনসিইউ ২০০৯ ও ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে আইসেস্কোর সহযোগিতায় দুটি আন্তর্জাতিক আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ আয়োজন করে। ১ম সম্মেলনটি তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান উদ্বোধন করেছিলেন। এতে ২২ টি দেশের শতাধিক বরেণ্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন দুটির সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জোরদার ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ২১-২৩ জুলাই ২০০৯ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Regional Workshop in the Field of Literacy Computer Programs" শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে কারিকুলামের উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়, আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও বেরিয়ে আসে।

৪। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ২৬-২৮ মে ২০০৯ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "National Training Session in the Field of Vocational and Technical Training" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, স্কুল ও কলেজের ত্রিশ জন ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি TVET (Technical and Vocational Education and Training) এর উপযুক্ত তথ্যবহুল কারিকুলাম সম্পর্কে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয় যারা দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত একটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য টেকনিক্যাল বিষয়ে জ্ঞানের প্রায়োগিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়।

৫। গত ২১-২৩ জুলাই ২০০৯ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Regional Workshop in the field of Literacy Computer Programs" শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশের ২০ জন কলেজের শিক্ষক এবং তিনটি দেশের (পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ) ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা যার মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে ICT এর একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। কারিকুলাম বিকাশের জন্য স্টাফদের কম্পিউটার দক্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দেয়া হয়। কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে সাক্ষরতা কৌশল গ্রহণের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ১২-১৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Sub-Regional Quranic Meeting of the Heads of Quran Memorization Institutes and teachers of the Holy Quran" শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারি বিভিন্ন মাদ্রাসার আরবি বিষয়ের শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ২০ জন অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কোরান শিক্ষা করা ও এ আলোকে জীবন নির্বাহ করা এবং অন্যদেরও কোরান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা

উচিত, এ বিষয়ে সবাই একমত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য আইসেস্কোই ৩,০০০ (তিন হাজার) ইউএস ডলারের ফান্ড প্রদান করে থাকে।

২০১০

৭। ২০১০ সালের ১ ডিসেম্বরে ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের পৃষ্ঠপোষকতায় বিএনসিইউ World AIDS Day-2010 উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণ তথা যুবক সম্প্রদায়কে এইচআইভি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর কুফল ও প্রতিকার সম্পর্কে অবগত করা। এ সভা ও র‍্যালী সবার মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

৮। গত ১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০১০ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Sub-Regional Workshop on the incorporation of environmental education in the educational curricula for primary and secondary levels and revision of textbooks" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্কুল টেক্সটবুকে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের দেশী-বিদেশী ১৫ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

৯। গত ০৫-১২ ডিসেম্বর ২০১০ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ "Education for International Understanding (EIU) Photo Class-2010" প্রোগ্রামের আয়োজন করে, এ প্রোগ্রামে কোরিয়া থেকে আসা একটি প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের EIU এর উপর ছবি তোলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়।

২০১১

১০। গত ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Regional Workshop on Introducing New Trends in Science Curricula and Teaching Materials" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার ফলপ্রসূ উপায় সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হয় এবং শিক্ষক ও কারিকুলাম প্রণেতাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি লেভেলের স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষায় উপযুক্ত মডেল তৈরি করা যায়। এ কর্মশালায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন (২ জন বিদেশীসহ) শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১১। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১১ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Sub-regional Experts Meeting on Poverty Eradication in Developing Countries Reinforce the capacities in poverty eradication policies and programmes" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্যের কারণ ও পরিণাম সম্পর্কে ভালভাবে জানা, এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের পরিমাপের মানদণ্ড নিরূপণ ও এর উন্নয়ন সাধন, এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা ও দারিদ্র দূর করার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের দেশী-বিদেশী ২৬ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

২০১২

১২। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ২০-২২ নভেম্বর ২০১২ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Training Course on Preliminary Aids and Relief for Disaster prone Region" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে এবং বিভিন্ন দেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারি পদক্ষেপসমূহ দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। পুনর্বাসন ও শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

১৩। আইসেস্কো ঢাকাকে ২০১২ সালের জন্য "Dhaka the capital of Islamic Culture 2012" ঘোষণা করে।

১৪। বিএনসিইউ'র কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ২০১৩ সালের ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার পেয়েছে (ঢাকা আহসানিয়া মিশন)।

১৫। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা "Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-Pacific Region, 9-11 May, 2012" শীর্ষক ফোরামে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সফর করেন। ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের সফরকালীন সময়ে বিএনসিইউ সমন্বয়কারীর ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এই মিনিস্টেরিয়াল ফোরামটি সংগঠনে বিএনসিইউ তার প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩৩টি রাষ্ট্র হতে ১৮ জন মন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ প্রতিনিধি দলসমূহ অংশগ্রহণ করে। সংস্কৃতি ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা ঘোষণা গ্রহণ করা হয়।

১৬। UNESCO দ্বিবর্ষ ভিত্তিক participation program এর আওতায় সদস্য রাষ্ট্রের নিকট হতে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র এ কর্মসূচির আওতায় সর্বাধিক ১০ টি জাতীয় এবং অনধিক ২ টা আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক/ আন্ত-আঞ্চলিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে, প্রকল্পগুলোতে ইউনেস্কোই ফান্ড প্রদান করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশের যে সকল জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিম্নে ছক আকারে দেয়া হল।

প্রোজেক্টের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	বরাদ্দ (ইউএস ডলারে)	উদ্দেশ্য
1. Capacity Building Of Bangladesh National Commission for UNESCO	বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন।	১৬,০০০ (ষোল হাজার)	ক) লাইব্রেরির অটোমেশন সম্পন্ন করা। খ) বিএনসিইউ'র কনফারেন্স কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম আধুনিকীকরণ করা। গ) বিএনসিইউ'র কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
2. Promoting Culture through Film Festivals and Film Screening for Students in Schools and Colleges.	বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।	২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)	ক) আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে মহিলাদের সঠিক মূল্যবোধসম্পন্ন চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ করে দেয়া যা তাদের মধ্যে সংস্কৃতি ও নৈসর্গিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাবে। খ) দেশ জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে ছাত্রীদের ভাল চলচ্চিত্র এবং ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ করে দেয়া। গ) চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও

			জাতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা এবং প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের উপর নানাবিধ আলোচনা। ঘ) চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন এবং সঠিক মূল্যবোধসম্পন্ন চলচ্চিত্র দেখানোর মাধ্যমে তরুণ সমাজকে নেতৃত্বদানে পারঙ্গম করে তোলা।
3. Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development Project.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।	২০,০০০ (বিশ হাজার)	ক) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum for Pre-Voc-1, Pre-Voc-2 and Basic skills. খ) প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও অনা নুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যকার দূরত্ব চিহ্নিত করা। গ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
4. Level of heavy metals, minerals and trace elements in selected foods consumed by urban population.	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫,৫০০ (পঁচিশ হাজার পাঁচ শত)	ক) ঢাকা শহরে বসবাসরত দরিদ্র ও অদরিদ্র মানুষের প্রধান খাদ্য ও পানীয় এর মধ্যে ভারী ধাতব পদার্থ, খনিজ ও প্রাপ্ত পদার্থে যেমন (ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি) দূষণের মাত্রা নির্ণয় করা। খ) প্রাত্যাহিক ও অভ্যাসগত খাদ্য তালিকার মাধ্যমে উপরিউক্ত পদার্থে ভোক্তা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ করা ও FAO/WHO কর্তৃক নির্ধারিত প্রাত্যাহিক খাদ্যে উপরোল্লিখিত পদার্থসমূহের গ্রহণযোগ্য মাত্রার তুলনা করা।
5. Documentation on Terracotta Temple of Bangladesh.	Traditional Photo Gallery (TPG), Bangladesh.	১৫,০০০ (পনের হাজার)	অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য- ক) টেরাকোটা মন্দিরসমূহ খুঁজে বের করা। খ) এ সকল মন্দিরের ছবি তুলে সংগ্রহে রাখা। গ) উক্ত মন্দিরসমূহের ভূমি পরিকল্পনা ও উৎপত্তির স্বরূপ সন্ধান করা।
6. Conservation of the Sunderbans (the World Heritage Site) through	রূপান্তর, খুলনা।	২৫,৭০০ (পঁচিশ হাজার সাত শত)	ক) Indigenous knowledge ব্যবহারের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা। খ) সুন্দরবন রক্ষার জন্য সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

Indigenous Knowledge and Culture (CSIKC).			

১৭। UNESCO/ISESCO কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয় তা নিম্নের ছকে দেখানো হল। মোট ৬ জন কর্মকর্তা এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পেশাগত ক্ষেত্রে ও দেশের উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

Serial no.	Nominated person/institution	Name of the programme	Year	Contribution
1.	Palash Ranjan Sanyal Student of Masters in Development Studies, University of Dhaka.	UNESCO/ISEDC Co-sponsored Fellowships Programme-2013	2013	UNESCO
2.	Mr. Dhrubo Alam Assistant Engineer (Resettlement), Bangladesh Bridge Authority, Setu Bhaban, Banani, Dhaka-1212, Bangladesh.	UNESCO/POLAND Co-sponsored Fellowships Programme in Engineering cycle-2013	2013	UNESCO
3.	Mr. Md. Ataur Rahman Deputy Director (Publication), Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs.	UNESCO/China Great Wall Co-sponsored Fellowships Programme, 2012-2013	2012	UNESCO
4.	Dhaka Ahsania Mission	UNESCO International Literacy Prizes-2013	2013	UNESCO
5.	Ms. Salma Begum Programme Officer BNCU. Mr. Abdul Mohammad Mokter Hossain Senior Assistant Chief Ministry of Education.	UNESCO/Republic of Korea Co-sponsored Fellowships Programme-2013	2013	UNESCO
6.	Ms. Kanika Mitra, Ph.D Senior Scientific Officer BCSIR.	UNESCO-L'OREAL International Fellowships for Young Women in Life Sciences-2013	2012	UNESCO

২০১৩

১৮। গত ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০১৩ সালে UNESCO এর সহযোগিতায় সাভারের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "Regional Training Workshop for the Officials of National Commissions of the Asia-Pacific Region" শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ চৌদ্দটি দেশের ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ওয়ার্কসপে কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হয় এবং এ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে আরও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

১৯। ১০-২৬ এপ্রিল, ২০১৩ সালে ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের ১৯১ তম সভায় যোগদান।

২০। ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে গত ১৬ মে ২০১৩ সালে "Participation in celebrating launch of the EFAGMR 2012" শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রোগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, Save the Children এর কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো Global Monitoring Report (GMR) -এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে। EFA সংক্রান্ত সার্বিক চিত্র এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়।

২১। UNESCO এর Participation Programme (2012-2013) এর আওতায় বিএনসিইউ'র লাইব্রেরির অটোমেশন ও কনফারেন্স কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়।

২২। আইসেস্কোর সহযোগিতায় গত ১৪-১৭ জুলাই ২০১৩ সালে ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে "Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াতে ও এ শিক্ষার বিকাশে উপযোগী কৌশলসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় ঘটে যারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

চিত্রঃ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত "Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education" শীর্ষক মিটিং-এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব মহোদয় ও বিএনসিইউ সচিব

২৩। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় (Intangible Cultural Heritage List) মাত্র "বাউল সঙ্গীত" অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে বিএনসিইউ'র উদ্যোগের ফলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন বাংলা একাডেমী জামদানী, নকশিকাঁথা এবং রিক্সা পেইন্টিং এর ওপর মনোনয়ন ফরম ইউনেস্কো'র বিশেষজ্ঞ কমিটি বরাবর জমা দেয়। এছাড়া বিএনসিইউ বিশ্ব প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় (World Cultural & Natural List) নতুন আইটেম সংযোজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

২৪। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ এবং বিশ্বময় মাতৃভাষার মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ইউনেস্কো মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ইউনেস্কোর এই ঘোষণার প্রতি সম্মান জানানো এবং বিপন্ন ভাষাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের মহান দায়িত্ব নিয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। বিএনসিইউ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

২৫। আজারবাইজানের বাকুতে ২-৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Inter Governmental Committee for Intangible Cultural Heritage (ICH) এর ৮ম সেশনে ICH এর প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় বাংলাদেশের পক্ষে *Traditional Art of Jamdani Weaving* কে অন্তর্ভুক্ত করে। উল্লেখ্য, বিএনসিইউ'র সংস্কৃতি বিষয়ক সাব-কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলা একাডেমী এ সংক্রান্ত নমিনেশন ফাইল প্রস্তুত করে। পুরো প্রক্রিয়ায় বিএনসিইউ বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান করে।

২৬। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৭ তম অধিবেশনে বাংলাদেশ পুনরায় ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের খরচ বহনসহ প্রচারণামূলক যাবতীয় কর্মকান্ডে বিএনসিইউ সক্রিয় ভূমিকা

পালন করে। বিশিষ্ট লেখক ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মনোনীত হন।

২০১৪

২৭। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে জামদানীকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে "Safeguarding 'Jamdani'-Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting a Creative Economy" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১ জুন ২০১৪ হতে ১৫ নভেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জামদানী বুননকারী কারিগর/সম্প্রদায়ের মধ্যে জামদানী সৃষ্টির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা, জামদানী ব্যবসা ও এ সংক্রান্ত কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করা, বিশেষ করে উদ্যোক্তা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী দোকানের মালিক, গবেষক, সুশীল সমাজের সদস্য, ডিজাইনারদের নতুন পণ্যের প্রসার ও প্রচারে একটি সুসংগঠিত বিপণন ব্যবস্থা তৈরীতে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি।

২৮। আইসেস্কোর সহযোগিতায় ১৭ থেকে ১৯ জুন ২০১৪ তারিখে "National Training Workshop on the Role of Culture in Promoting Peace and Solidarity" শীর্ষক তিন দিন ব্যাপি একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঢাকায় বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন। শান্তি ও সংহতি প্রসারের জন্য সংস্কৃতি যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

২৯। প্রতি বছরের মতো ২০১৪ এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিএনসিইউ এর সচিবের নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

৩০। UNESCO Participation Programme 2012-13 এর সফল সমাপ্তি ও উক্ত প্রোগ্রামের অন্যতম প্রকল্প Documentation on Terracotta Temples of Bangladesh এর মোড়ক উন্মোচন সংক্রান্ত সেমিনার ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়।

৩১। UNESCO Participation Programme 2014-15 উপলক্ষে প্রকল্প আহবান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে বিএনসিইউ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, এনজিও হতে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে ৩ টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৮৪ টি প্রকল্প বিএনসিইউ-তে জমা পড়ে। জমাকৃত প্রকল্পগুলো থেকে উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব বাছাইয়ের লক্ষে বাছাই কমিটি ৫৪ টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে চূড়ান্ত বাছাই কমিটির নিকট পেশ করেন। উচ্চ পর্যায়ের চূড়ান্ত বাছাই কমিটি বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে ৭ টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেন। বিএনসিইউ ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে প্রকল্প ৭ টি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করে। উল্লিখিত ৭ টি প্রকল্পের মধ্যে ৫ টি প্রকল্প ইউনেস্কো কর্তৃক নির্বাচিত করা হয়।

৩২। UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion Of the Diversity of Cultural Expressions এর অধীন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (International Fund for Cultural Diversity-IFCD)-হতে ৫ম বারের মত ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হয়। বিএনসিইউ'র উদ্যোগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভিন্ন সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও হতে ৩২ টি প্রকল্প প্রস্তাব বিএনসিইউ-তে জমা পড়ে। উক্ত প্রকল্পগুলো থেকে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএনসিইউ কর্তৃক ৩ টি প্রকল্প প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৩৩। UNDP Special Unit for South-South Cooperation এর সহায়তায় Korea Energy Management Cooperation and Chiangmai YMCA, Thailand এবং KNCU এর ব্যবস্থাপনায় ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল

পর্যন্ত KNCU RICE প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৩ সালে শিমরাইল হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চেতনা উন্নয়ন সংস্থা, ঠাকুরগাঁও এ প্রকল্পের জন্য মনোনীত হয়। ২০১৪ সালে RICE প্রকল্পটি নতুন আঙ্গিকে UNESCO Bridge Climate Change Education Project নামে শুরু হয় এবং এর অধীনে বাংলাদেশ হতে প্রকল্প আহবান করা হয়। ২০১৪ সালে বিএনসিইউ থেকে অনুমোদনসাপেক্ষে ৫ টি প্রকল্প KNCU তে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্য হতে ৩ টি প্রকল্প আয়োজক সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়।

৩৪। EIU Best Practices 2014-award, Wenhui Award for Educational Innovation 2014, ISESCO Prizes for Science and Technology 2014, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, UNESCO/Poland Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয়। UNESCO/korean Fellowships Programme-2014–এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ ফজলুর রহমান নির্বাচিত হন এবং তিনি ০১/০৯/২০১৪ থেকে ৩১/১০/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ফেলোশীপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

৩৫। বিএনসিইউ'র জন্য গাড়ীচালক ও হিসাবরক্ষকের ২ (দুই) টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গাড়ীচালক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

৩৬। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলোকে World Heritage Site এ তালিকাভুক্ত করার জন্য মনোনয়ন সংক্রান্ত ফাইল তৈরিতে কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় বিএনসিইউ এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ২২-২৪ এপ্রিল, ২০১৪ তে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্রঃ "Workshop on Preparation of Nomination File for UNESCO World Heritage List" ওয়ার্কশপে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এম.পি. ও শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ।

৩৭। ০২-১৫ এপ্রিল ২০১৪ ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ১৯৪ তম সভায় ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের মনোনীত প্রতিনিধি ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যোগদান করেন।

৩৮। বিএনসিইউ ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিস এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১ জুন ২০১৪ সালে "Launching Ceremony of EFA Global Monitoring Report 2013/4" শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য Global Monitoring Report (GMR) Summary-এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এ রিপোর্ট এর মূল প্রতিপাদ্য হল শিক্ষণ ও শিখন-সবার জন্য গুণগত মান অর্জন।

৩৯। আইসেস্কো (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization-ISESCO) ও IICO (International Islamic Charitable Organization) এর সহযোগিতায় গত ২৯-৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে বিএনসিইউ সম্মেলন কক্ষে "National Workshop to Educate Women Leaders in the Field of Animal Production Projects and Agriculture" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল মহিলা নেত্রীদের এবং মহিলাদের কৃষি-উদ্যান-পশুপালন কর্মে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা, আত্ম-কর্মসংস্থানের ধারণার বিকাশ ঘটানো, মহিলাদের আয় বর্ধন কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন নারী কর্মকর্তা, নারী উদ্যোক্তা ও মহিলা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারী নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

৪০। ২০১৪ সালের ০২-০৪ ডিসেম্বর আইসেস্কোর সহযোগিতায় বিএনসিইউ'র সম্মেলন কক্ষে "Regional Workshop on Promoting Climate Change and Energy Management Education for Secondary School Teachers and Education Managers" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহ, নানা সম্প্রদায় ও স্থানীয় প্রশাসনে জলবায়ু পরিবর্তন ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রসারে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা, শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তা থেকে উত্তরণের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা। বিভিন্ন পর্যায়ের ২৬ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন, এর মধ্যে মালয়েশিয়ার একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

চিত্রঃ "Regional Workshop on Promoting Climate Change and Energy Management Education for Secondary School Teachers and Education Managers" শীর্ষক কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. এবং শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান।

৪১। বিএনসিইউ'র উদ্যোগে আইসেস্কো'র সহযোগিতায় গত ২৬-২৮ আগস্ট ২০১৪ সালে "Regional Workshop on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation" শীর্ষক ০৩ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলের বন্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা, এশিয়া অঞ্চলে সদ্য সংগঠিত বন্যা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে মত বিনিময় করা এবং কিভাবে ঝুঁকির পরিমাণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা। বাংলাদেশ হতে ২২ জন এবং আফগানিস্তান ও ইরান হতে ০১ জন করে মোট ২৪ জন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রঃ "Regional Workshop on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, জনাব মেসবাহ উল আলম, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিএনসিইউ সচিব জনাব মোঃ মনজুর হোসেন।

৪২। বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দপ্তরকে/প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে 'বাউল সংঙ্গীত' এবং 'জামদানী' অন্তর্ভুক্তিকরণে বিএনসিইউ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৪ সালে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে 'যাত্রা'র মনোনয়ন ফাইল ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়।

২০১৫

৪৩। বিএনসিইউ'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পাঠানো হচ্ছে। তিনজন কর্মকর্তা বিএসটিডি ও ব্যানবেইসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তে দুজন কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (Typist) ব্যানবেইসে 'Training course on Computer Basics and Productivity' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে।

৪৪। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশ পুনরায় পরবর্তী চার বছরের জন্য ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। বিশিষ্ট লেখক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন, সে হিসেবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভার সদস্য হওয়ায় ২০১৪ সালে ১৯৪ ও ১৯৫ তম নির্বাহী বোর্ড সভা এবং ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ১৯৬ ও ১৯৭ তম নির্বাহী বোর্ড সভায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। নির্বাহী বোর্ডের আলোচ্য সভায় অংশগ্রহণের যাবতীয় কার্যাবলী বিএনসিইউ সম্পন্ন করে।

৪৫। বিএনসিইউ এবং কোরিয়া ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো'র যৌথ উদ্যোগে ভোলার দৌলতখান থানার চরখলিফা ইউনিয়নে বয়স্কদের সাক্ষরতা বিষয়ক একটি প্রকল্প (Literacy Campaign for the Women of Char Khalifa, one of the marginalized communities of Bangladesh) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নের কমপক্ষে ৫০০ জন নিরক্ষর নারীকে সাক্ষর করে তোলা। কোরিয়া ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইউ.এস. ২০,০০০ (বিশ হাজার) ডলার প্রদান করেছে। প্রকল্পের কার্যক্রম এপ্রিল ২০১৫ হতে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১৫ তে শেষ হয়েছে। এর মাধ্যমে পশ্চাদপদ নারীরা মৌলিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যা তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ভূমিকা পালন করে।

৪৬। UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion Of the Diversity of Cultural Expressions এর অধীন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (International Fund for Cultural Diversity-IFCD)-হতে ৬ষ্ঠ বারের মত মে ২০১৫ তে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হয়। বিএনসিইউ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভিন্ন সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও হতে প্রকল্প প্রস্তাব বিএনসিইউ-তে জমা পড়ে। গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ বিএনসিইউ কর্তৃক ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৪৭। ২০১৩ সাল পর্যন্ত KNCU RICE প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৪ সালে RICE প্রকল্পটি নতুন আঙ্গিকে UNESCO Bridge Climate Change Education Project নামে শুরু হয় এবং এর অধীনে বাংলাদেশ হতে প্রকল্প আহবান করা হয়। ২০১৪ সালে বিএনসিইউ থেকে অনুমোদনসাপেক্ষে ৫ টি প্রকল্প KNCU তে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্য হতে ৩টি প্রকল্প আয়োজক সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়। মনোনীত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে থেকে ২০১৪ সালে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য KNCU থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। বাকি দুটিতে KNCU ২০১৫ সালে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়। ২০১৫ সালে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো হচ্ছে কাজী সিরাজ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "Time for Climate Action" এবং Light of Hope কর্তৃক বাস্তবায়িত "Green School Project for Rural Bangladesh." প্রকল্প দুটির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৪৮। Wenhui Award for Educational Innovation 2015, Kalinga Prize-2015, UNESCO Hamdan Prize-2015, MAB Young Scientist Award-2015, UNESCO Japan Prize, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes-2015 ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয়। UNESCO/korean Fellowships Programme-2015 এ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) এবং বিএনসিইউ'র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব আফসানা আইয়ুব নির্বাচিত হন এবং তিনি ১৫/০৯/২০১৫ থেকে ১৫/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ফেলোশীপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। UNESCO The China Great Wall Programme 2015-এ শিক্ষা ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক (সমাজ কল্যাণ) জনাব এ. কে. এম. মুনিরুল ইসলাম নির্বাচিত হন এবং তিনি চীনে এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

৪৯। UNESCO Participation Programme 2014-15 উপলক্ষ্যে প্রকল্প আহবান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে বিএনসিইউ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, এনজিও হতে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে ৩ টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৮৪ টি প্রকল্প বিএনসিইউতে জমা পড়ে। জমাকৃত প্রকল্পগুলো থেকে উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব বাছাইয়ের লক্ষ্যে প্রাক বাছাই কমিটি ৫৪ টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে চূড়ান্ত বাছাই কমিটির নিকট পেশ করেন। উচ্চ পর্যায়ের চূড়ান্ত বাছাই কমিটি ০৭ (সাত) টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেন। উল্লিখিত ০৭ (সাত) টি প্রকল্পের মধ্যে ইউনেস্কো সদর দপ্তর ০৫ টি প্রকল্পকে মনোনীত করে। বিএনসিইউ'র তত্ত্বাবধানে প্রকল্পসমূহের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

৫০। ইসলামিক, এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (আইসেস্কো) বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ হতে প্রকল্প প্রস্তাব আইসেস্কোতে প্রেরণ করা হলে তারা অনেক সময়

অনুমোদন করে থাকে। এরই সূত্র ধরে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ হতে বিএনসিইউ কর্তৃক প্রস্তাবিত "Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য "Library Development Project, Madrasa-E-Aliya, Dhaka" শীর্ষক অপর একটি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আইসেস্কোতে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প দুটি আইসেস্কো অনুমোদন করে এবং ২০১৫ সালে প্রতি প্রকল্পের জন্য ইউ.এস. ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার করে প্রদান করে।

"Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ইসলামিক স্থাপনাসমূহের উপর একটি সচিত্র পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা শহরে সুলতানী আমল ও মুঘল আমলের অনেক স্থাপনা আছে যেগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা শহরের মুসলিম স্থাপনাসমূহের উপর তথ্য প্রামাণ্যসহ পুস্তকাকারে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রস্তুতের পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং কাজ প্রায় শেষের পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সম্ভব হবে অন্যদিকে ক্রমক্ষয়িষ্ণু এসব মুসলিম স্থাপনা রক্ষার্থে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে।

"Library Development Project, Madrasa-E-Aliya, Dhaka" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া তাদের বহু বছরের পুরাতন লাইব্রেরী সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও এর উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীটি প্রায় ২৩৫ বছরের পুরাতন। উক্ত লাইব্রেরীতে শাহনামা, আকবরনামাসহ মোট ১১৬৫ টি আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে। এছাড়া, ইংরেজি, বাংলা ভাষায় রচিত অনেক বইয়ের সম্ভার রয়েছে। এসকল সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকল্পের ১০০% কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৫১। বিএনসিইউ ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কনফারেন্স রুমে "The National Consultation Forum on Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে Sustainable Development Goals এর Goal 4 বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আলোচনার জন্য এ সভা আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, বিএনসিইউ, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ ও APMED 2030 এর বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৫২। ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের সহযোগিতায় বিএনসিইউ কনফারেন্স রুমে ২০১৫ সালের ২৫ অক্টোবর "Launching Ceremony on Education for All Global Monitoring Report 2015 and Bangladesh EFA Review Report"-শীর্ষক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য 'Global Monitoring Report 2015 Summary' এবং 'EFA 2015 National Review Bangladesh' এর বাংলা অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ কিয়দংশ উপস্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫৩। ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের সহযোগিতায় বিএনসিইউ ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিজস্ব স্টল দিয়ে বই মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা বিএনসিইউ'র স্টল থেকে ইউনেস্কো ও বিএনসিইউ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারেন।

৫৪। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম ধারণা প্রদান করে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এরপর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সকল পর্যায়ে বিএনসিইউ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য, ০৭ নভেম্বর, ২০১৫, ইউনেস্কো সদর দপ্তর, প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইন্সটিটিউট এর মর্যাদা লাভ করে।

৫৫। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনের (নভেম্বর, ২০১৫) ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

চিত্রঃ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর ৩৮ তম সাধারণ সভার লিডার্স ফোরামে ভাষণ দিচ্ছেন।

৫৬। বিএনসিইউ ও আইসেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সালের ২৮-২৯ ডিসেম্বর বিএনসিইউ'র কনফারেন্স রুমে "National Workshop on the Use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিভাবে ICT সংক্রান্ত বিষয় আরও বেশি ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে মতামত প্রদান ও আলোচনা হয়। বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত এমন পনের জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

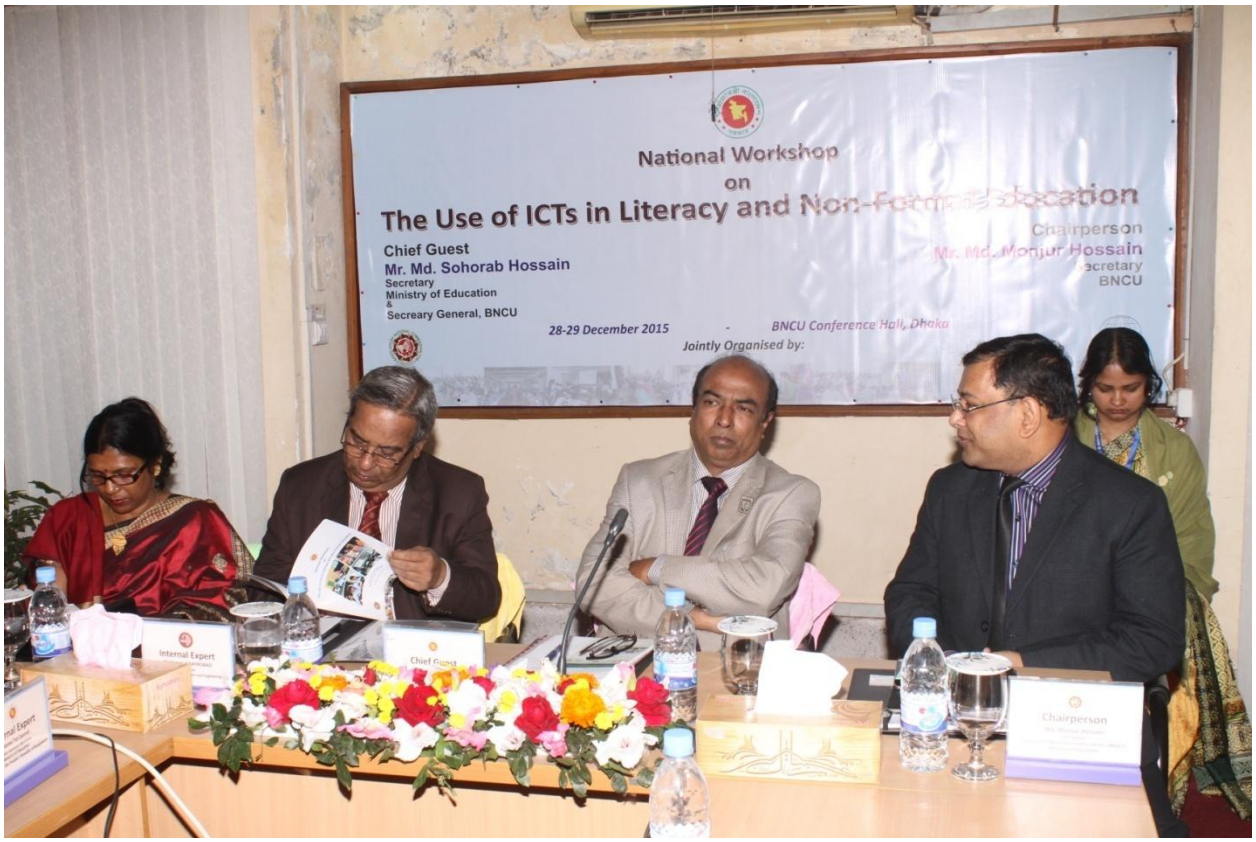

চিত্রঃ "National Workshop on the Use of ICTs in Literacy and Non-Formal Education" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন।

২০১৬

৫৭। বিজ্ঞান ওয়ার্কশপ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬ সালে গৃহীত ৭৫০ ইউএস ডলার ইউনেস্কো কুপনের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য করা আবেদনের প্রেক্ষিতে ৭৫০ ইউএস ডলার ইউনেস্কো কুপনের মেয়াদ (নবায়ন) বৃদ্ধির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে হস্তান্তর করা হয়।

৫৮। UNESCO/KOICA Joint Fellowships Programme-2016- এ Md. Akhteruzzaman, Senior Assistant Secretary, Ministry of Education-কে মনোনয়ন দিয়ে ২০১৬ সালের মে মাসে আয়োজক সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। UNESCO/The China Great Wall Programme 2016-এ S. M. Mizanur Rahman, Associate professor, Department of Entomology, Sher-e-Bangla Agricultural University এবং Md. Yahin Hossain, Senior Lecturer, Department of Bisuness Administration, University of Information Technology and Sciences এর মনোনয়ন আয়োজক সংস্থার নিকট ২০১৬ সালের মে মাসে প্রেরণ করা হয়। UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme-2016-এ Mahmudul Hasan এর মনোনয়ন ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে আয়োজক সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে UNESCO Prize for Girls' and Women Education-2016–এ Dhaka Ahsania Mission এবং CAMPE-এর রাশেদা কে. চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়ে আয়োজক সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়।

৫৯। ২০১৬ সালে Capacity Development এর আওতায় "Financial Support for Acquisition of Electronic Devices for Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)" শীর্ষক প্রকল্প ISESCO তে প্রেরণের মাধ্যমে বিএনসিইউ'র কনফারেন্স হলে বিদ্যমান সাউন্ড সিস্টেম এ অতিরিক্ত প্রস্তাবিত ডেলিগেট ইউনিট সংযোজন, ওয়্যারলেস সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন ও মনিটর সংযোজন বিএনসিইউ কনফারেন্স কক্ষের আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়।

৬০। ২০১৬ সালের মে মাসে বইপত্র ও সাময়িকী খাতের মাধ্যমে বিএনসিইউ লাইব্রেরীর জন্য নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী বই ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬১। বিগত ১৯-২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে KNCU থেকে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের তিনটি জেলা যথাক্রমে গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ এ KNCU'র অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত তিনটি প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনে আসে। এ বিষয়ে বিএনসিইউ KNCU প্রতিনিধিদলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বিএনসিইউ'র সম্মেলন কক্ষে KNCU, বিএনসিইউ ও লাইট অব হোপ নামে একটি সংস্থার সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬২। বিএনসিইউতে ১৯৮৪ সাল হতে কর্মরত সহকারী লাইব্রেরিয়ান বেগম আমিনা খাতুনের চাকরি ২য় শ্রেণি হিসাবে ২০১৬ সালের মে মাসে স্থায়ী করা হয়।

৬৩। বিএনসিইউ'র অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন এবং পোস্ট আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম চলমান আছে।

৬৪। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর যৌথভাবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন মহাস্থানগড়কে World Heritage Site এ তালিকাভুক্ত করার জন্য মনোনয়ন সংক্রান্ত ফাইল তৈরিতে কোরিয়ান বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ১৭-১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ একটি ফলো-আপ সেমিনারের আয়োজন করে।

৬৫। "সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (আইএফসিডি)" এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান এবং তন্মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রাক-বাছাই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়।

৬৬। ইউনেস্কোর সংস্কৃতি বিষয়ক তথা Intangible Cultural Heritage/World Heritage সংরক্ষণ বিষয়ক জাতীয়/আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সম্মেলন ও Memory of the World আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মহলকে অবহিতকরণ এবং মনোনীত ব্যক্তিবর্গের এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬৭। কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (কেএনসিইউ) এর অর্থায়নে Safeguarding Jandani, the Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting Creative Economy শীর্ষক প্রকল্পটির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কিত প্রতিবেদন ও তথ্যচিত্র নিয়ে "Documentation on ICoN Project: Safeguarding Jamdani - The Intangible Cultural Heritage from Bangladesh" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশনা।

৬৮। 'Sub-regional workshop on the SAARC Framework for Action for Education 2030' শীর্ষক কর্মশালাটি গত ৩০ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে নেপালের কাঠমুন্ডু শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্চন ডিক্লারেশনের পর SDG-4 এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সার্কভুক্ত দেশসমুহের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনেস্কো'র আমন্ত্রণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমদের নেতৃত্বে তিন (০৩) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আলোচ্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত কর্মশালায় অংশগ্রহণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬৯। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০১৫-১৬ এর আওতায় প্রকল্প আহ্বান করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাতটি প্রকল্প প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ।

৭০। ইউনেস্কোর ২০১৮-২০২১ সালের জন্য মেধ্যমেয়াদি বাজেট ও কর্মসূচি প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো ঢাকা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনলাইন Questionnaire পূরণ করা (সময়কাল-এপ্রিল, ২০১৬) হয়।

৭১। 'ঢাকা'কে World Book Capital City 2018 হিসেবে মনোনীত করার লক্ষ্যে মনোনয়ন ফাইল প্রস্তুতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং যথাসময়ে তা ইউনেস্কোর কাছে প্রেরণ (সময়কাল- মে, ২০১৬)।

৭২। ইউনেস্কোর "সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল" (আইএফসিডি) এর অধীনে বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে জমাকৃত ১৯টি প্রকল্প প্রস্তাব হতে দুটি প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাক-বাছাই কমিটির সভা আহ্বান ও চূড়ান্ত বাছাই সম্পন্নকরণ এবং বিএনসিইউ'র মূল্যায়ন সংযোজনপূর্বক চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাব দুটি আইএফসিডি কর্তৃপক্ষ বরাবর জুন মাসে প্রেরণ।

৭৩। ১৩-১৫ জুন ২০১৬ তারিখে চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনসমূহের ৩য় আন্তঃ আঞ্চলিক কর্মশালায় বিএনসিইউ'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

৭৪। বাংলাদেশ থেকে জাগো ফাউণ্ডেশনকে UNESCO-Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in Education 2016 পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বিএনসিইউ এ সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে।

৭৫। ২০১৬ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আইসেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভায় অংশগ্রহণ করে। বিএনসিইউ এ সংক্রান্ত সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে।

৭৬। ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ইউনেস্কো কর্তৃক প্রেরিত Inrercultural Dialogue সংক্রান্ত সমীক্ষা পূরণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী পরামর্শ সভা আয়োজন এবং পূরণকৃত সমীক্ষাটি বিএনসিইউ'র মাধ্যমে ইউনেস্কো বরাবর প্রেরণ করা হয়।

২০১৭

৭৭। E-9 Ministerial Meeting on Education 2030 শীর্ষক সম্মেলন আয়োজন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম.পি. গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, সকাল ১০:০০ টায় ঢাকাস্থ হোটেল রেডিসনে তিনদিনব্যাপী (৫-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) আয়োজিত E-9 Ministerial Meeting on Education 2030 শীর্ষক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য সম্মেলনে E-9 ফোরামের সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ও নাইজেরিয়া থেকে মন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্য থেকে জনবহুল ৯টি দেশ নিয়ে গঠিত ফোরাম E-9 (Education-9)। E-9 এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহ হলো বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও নাইজেরিয়া। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ইউনেস্কোর 'সবার জন্য শিক্ষা' (Education for All) কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া এবং দ্রুততার সাথে সামষ্টিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ভারতের নয়াদিল্লীতে E-9 ফোরাম গঠন করা হয়।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ কখনো E-9 সম্মেলন আয়োজন করেনি। সে বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বপরিমণ্ডলে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে ঢাকায় E-9 সম্মেলন আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১০টি Ministerial Review Meeting আয়োজিত হয়েছে। সেগুলো হলো বালি, ইন্দোনেশিয়া, ১৯৯৫ (১ম সভা), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৯৭ (২য় সভা), রেসিফ, ব্রাজিল, ২০০০ (৩য় সভা), বেইজিং, চীন, ২০০১ (৪র্থ সভা), কায়রো, মিশর, ২০০৩ (৫ম সভা), মনটারি, মেক্সিকো, ২০০৬ (৬ষ্ঠ সভা), বালি, ইন্দোনেশিয়া, ২০০৮ (৭ম সভা), আবুজা, নাইজেরিয়া, ২০১০ (৮ম সভা), নয়াদিল্লী, ভারত, ২০১২ (৯ম সভা) এবং ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০১৪ (১০ম সভা)।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. আনুষ্ঠানিকভাবে E-9 ফোরামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণ হতে দুই বছর বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এ দায়িত্ব পালন করবেন। E-9 সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ফলাফল হিসেবে সদস্যরাষ্ট্রসমূহে SDG-4 বাস্তবায়নের রোডম্যাপ সম্বলিত '**Dhaka Declaration**' ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে E-9 সদস্যরাষ্ট্রসমূহের শিক্ষামন্ত্রীবৃন্দ, প্রতিনিধিদলের প্রধানগণ এবং ইউনেস্কোর সহকারি মহাপরিচালক ড. কিয়ান ট্যাং নিজ নিজ বক্তব্যে E-9 ফোরামকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং SDG-4 বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের কারণে ঢাকা সম্মেলনকে অত্যন্ত সফল এবং কার্যকর হয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করেন। সর্বোপরি, সম্মেলনটির সফল আয়োজনের জন্য তাঁরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক E-9 সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের অধিকার যুক্ত করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মিজ বোকোভা বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন। এছাড়া ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে আগামী অক্টোবর' ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সভার লিডার্স ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানান।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় বিএনসিইউ এই বৃহৎ আয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে ও অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে।

চিত্রঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্ষক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম.পি. এবং শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্রঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্ষক সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

৭৮। ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০১৬-২০১৭ এর অধীন নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Sl No	Name of the Organisation	Title of the Project
01	EPAC Foundation 22/1, Road-2 Dhanmondi, Dhaka-1205	Conservation of Endangered Plants and Tackling Climate Change Impact Involving Secondary Schools Students
02	Proyas Belepukur, Chapai Nawbabgonj	Saving Gambhira, an intangible cultural heritage of Bangladesh
03	National Curriculum and Text Book Board (NCTB) 69-70 Motijheel, Dhaka-1000	Study on nature of gender base violence in secondary school to develop STLM for school students to improve awareness
04	Zabarang Kalyan Samity Khagrapur, Khagrachari – 4400	Development of a Training Manual and Training the Teachers related to the Mother Tongue Education in Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh.
05	BANBEIS Ministry of Education 1, Sonargaon Road (Palashi-Nilkhet), Dhaka - 1205	Capacity Development of Government Secondary Schools of Bangladesh in Record Keeping, Compiling, Storing and Sharing Information of Educational Institutions
06	Dishery Legal Aid & Social Development Noakhali	Preventing Cyber Violence against Girls and Women through Human Right Education in the Educational Institutions of Bangladesh
07	MANOSIKA Khatapara, BSCIC Road, Lalmonirhat.	Facilitate Inclusive Education for Children with Disabilities

৭৯। বিগত ১৩-১৪ মার্চ ২০১৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত Glabal Education and Skill Forum-এ বাংলাদেশ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এর চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. - এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে, এই প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এর সচিব জনাব মো: মনজুর হোসেন। প্রতিবছর এই ফোরামে বিশ্বে শিক্ষাকে গতিশীল করার জন্য Global Teacher Prize প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর Global Teacher Prize-এর জন্য আবেদনকৃত ১৭৯ টি দেশের ২০,০০০ শিক্ষকের মধ্যে উক্ত তালিকায় প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে বাংলাদেশ হতে স্থান করে নেন বেগম শাহানাজ পারভীন, সহকারী শিক্ষক, উপজেলা সদর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেরপুর, বগুড়া। বিএনসিইউ এ সংক্রান্ত যাবতীয় দাপ্তরিক কাজসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

৮০। বিএনসিইউ লাইব্রেরিতে একুশে কর্ণার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার উদ্বোধন করা হয়েছে।

৮১। বিএনসিইউ'র উদ্যোগে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে এসপিনেট স্কুলসমূহের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৮২। UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017 এর জন্য বিএনসিইউ'র সক্রিয় সহযোগিতায় আহসানিয়া মিশনকে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

৮৩। বিএনসিইউ কর্তৃক উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে UNESCO Prize for Girl's and Women's Education 2017 এর জন্য Secondary Education Sector Investment Program (SESIP), Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP) এবং Higher Secondary Stipend Project (HSSP)-কে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

৮৪। UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering cycle-2017 এর জন্য বাংলাদেশ থেকে Ms. Salma Akter Khuky, Executive Engineer (C.C), RHD, Soil Investigation Division, Road Research Laboratory, Mirpur, Dhaka এবং Ms. Faiza Nuhat, Software Engineer, Grameen Intel Social Business Ltd, Gulshan Bhaban, Plot-335, Mohakhali, Dhaka চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিএনসিইউ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে।

৮৫। ৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ), ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস-এর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে "SDG4-Education 2030" শীর্ষক জাতীয় পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং "গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং" (GEM) রিপোর্ট ২০১৬ এর মোড়ক উন্মোচন বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৮৬। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিএনসিইউ'র সাচিবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শিক্ষা সংক্রান্ত অন্তত ২৫টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনার/কংগ্রেস/ফোরামে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৮৭। বিএনসিইউ'র ই-নথি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ই-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং বিএনসিইউ ২০১৭ সালের জুলাই মাস হতে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৩/০৮/২০১৭ তারিখে বিএনসিইউ'র সম্মেলন কক্ষে বিএনসিইউ'র ই-ফাইল লাইভ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.। উক্ত অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ বিএনসিইউ'র ই-ফাইল লাইভ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

৮৮। গত ২৩-৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর উদ্যোগে আইসেস্কোর সহযোগিতায় "National Training Workshop: ICT in Education for Madrasha Teachers" এর আয়োজন করা হয়। ট্রেনিং-এ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে মাদরাসার ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য ছিল মাদরাসা শিক্ষকদের ICT সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ICT কেন্দ্রিক জ্ঞানকে আরও বেশি কার্যকর করা।

চিত্র: বিএনসিইউ'র কনফারেন্স রুমে "National Training Workshop: ICT in Education for Madrasha Teachers" শীর্ষক ওয়ার্কশপ মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

৮৯। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন উভয় বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)র যৌথ উদ্যোগে Launching event of the Capacity Development for Education (CapED) Programme in Bangladesh অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা তৈরীর মাধ্যমে বাংলাদেশে এসডিজি ৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রোগ্রামটির সুচনা হয়।

৯০। ২০১৭ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আইসেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভায় অংশগ্রহণ করে। বিএনসিইউ এ সংক্রান্ত যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে।

৯১। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' –এ অন্তর্ভুক্তি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। এই প্রথম বাংলাদেশের কোন প্রামাণ্য ঐতিহ্য 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' -এ অন্তর্ভুক্ত হলো।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র ঐকান্তিক আগ্রহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) সর্বপ্রথম ২০০৯ সালের ১২ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব্ হিউম্যানিটি' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. কর্তৃক ২৩ মার্চ ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ মার্চ ২০০৯ তারিখে তা অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর অপর একটি প্রোগ্রাম 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিকতর উপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন বিএনসিইউকে পত্র মারফত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১১-১৪ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় বিএনসিইউ 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ' এর ওপর প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করে। ২০১৩ সালে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন-এ অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী কর্মশালা। তাতে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হককে মনোনীত করা হলে তিনি বংলাদেশের প্রস্তাবটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসারে সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ৪-১৫ এপ্রিল তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৯তম নির্বাহী বোর্ডসভা চলাকালে শিক্ষা সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র অনুমোদনক্রমে বিএনসিইউ পরিমার্জিত প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে জমাদানের লক্ষ্যে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করে। তারপর প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব এম. শহিদুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা প্রদান করেন। ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভার সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.র ব্যক্তিগত যোগাযোগ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাঙালি জাতির এ অসামান্য সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকেই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছিলেন এবং সময়ে সময়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ২০০৯ সাল থেকে বিএনসিইউ'র চেয়ারম্যান হিসেবে ইউনেস্কোর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এবং ইউনেস্কোর ৩৮ ও ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের

সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের ফলে চলমান প্রক্রিয়াটি কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মিজ বোকোভা 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করলে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. তাৎক্ষণিকভাবে প্যারিস থেকে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রীসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা এবং এ মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

৯২। The Carlos J. Finlay UNESCO Prize for Microbiology-2017 এর জন্য সমীর কে সাহা (Ex-graduate of Department of Microbiology, Dhaka University) and Executive Director of Child Health Research Foundation, ঢাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন।

৯৩। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শিক্ষা সংক্রান্ত অন্তত ২৭টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনার/কংগ্রেস/ফোরামে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন।

৯৪। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০১৬-২০১৭ এর অধীন বাস্তবায়িত ০৭টি প্রকল্পের বিল ভাউচার যাচাই-বাছাই করে ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়।

Sl No	Name of the Organisation	Title of the Project	Approved Amount in US $
01	EPAC Foundation 22/1, Road-2 Dhanmondi, Dhaka-1205	Conservation of Endangered Plants and Tackling Climate Change Impact Involving Secondary Schools Students	20,000
02	Proyas Belepukur, Chapai Nawbabgonj	Saving Gambhira, an intangible cultural heritage of Bangladesh	26,000
03	National Curriculum and Text Book Board (NCTB) Dhaka	Study on nature of gender base violence in secondary school to develop STLM for school students to improve awareness	20,000
04	Zabarang Kalyan Samity Khagrapur Khagrachari	Development of a Training Manual and Training the Teachers related to the Mother Tongue Education in Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh.	24,000
05	BANBEIS Ministry of Education	Capacity Development of Government Secondary Schools of Bangladesh in	18,000

	Dhaka	Record Keeping, Compiling, Storing and Sharing Information of Educational Institutions	
06	Dishery Legal Aid & Social Development Noakhali	Preventing Cyber Violence against Girls and Women through Human Right Education in the Educational Institutions of Bangladesh	20,000
07	MANOSIKA Lalmonirhat	Facilitate Inclusive Education for Children with Disabilities	15,000
		Total	143,000

২০১৮

৯৫। ১৫ মে ২০১৮ তারিখ ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)র যৌথ উদ্যোগে ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত Global Education Monitoring Report 2017/8 এর মোড়ক উন্মোচন ও বিতরন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: বিএনসিইউ'র কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত 'Launching of Global Education Monitoring Report 2017/8' প্রোগ্রামে মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

৯৬। বিএনসিইউ ও আইসেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ২০১৮ সালের ২৫-২৭ জুন বিএনসিইউ'র কনফারেন্স রুমে "National Workshop on Future Crops for Food Security and Sustainability" শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

হয়। খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, খাদ্যের ভেজাল দূরীকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ওয়ার্কশপে আলোচনা হয় এবং সমাধানের উপায় নিয়ে মতামত ব্যক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ৩০ জন কর্মকর্তা এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: ২৫-২৭ জুন বিএনসিইউ'র কনফারেন্স রুমে "National Workshop on Future Crops for Food Security and Sustainability" শীর্ষক ওয়ার্কসপে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন